গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

গৃহায়ণের দিগন্তে সাহসী পদক্ষেপ

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন | BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION | ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২

জোনাল ও রিজিওনাল ম্যানেজার সম্মেলনে মাননীয় জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলে উর্ধ্বমুখী কমিউনিটি আবাসন গড়তে হবে

- মাননীয় উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা **এইচ টি ইমাম** বিএইচবিএফসি আয়োজিত জোনাল ও রিজিওনাল ম্যানেজার সম্মেলন-২০১২ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান **মো: ইয়াছিন আলী**। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক **ড. মো: নূরুল আলম তালুকদার** অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

২০১১-২০১২ অর্থবছরে ঋণ আদায় ও বিতরণসহ সার্বিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় সম্মেলনে ২টি জোনাল ও ৪টি রিজিওনাল অফিসকে পুরস্কৃত করা হয়। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) সহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ২০১১-২০১২ অর্থবছরের ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে লক্ষমাত্রা অর্জনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করা হয়।

প্রধান অতিথি গৃহায়ণ খাতে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি গ্রাহকদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরামর্শ দেন। বাংলাদেশকে আধুনিক ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য তিনি সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দক্ষতার সাথে কাজ করতে আহ্বান জানান।

গৃহায়ণ খাতে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিএইচবিএফসিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঋণ-সেবা পৌঁছে দেয়ার তাগিদ দেন। জনাব এইচ টি ইমাম ভূমি-সাশ্রয়ী উর্ধ্বমুখী আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনে চাষযোগ্য জমি রক্ষার্থে বিএইচবিএফসিকে লাগসই প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক সাফল্য এবং কর্পোরেশন ভবন এবং অফিস চত্বরের নান্দনিক কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ ও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সম্মেলনে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো: ইয়াছিন আলী উপজেলা পর্যায়ে ফ্ল্যাট ঋণ এবং গ্রোথ-সেন্টার ও বাণিজ্যিক এলাকায় যৌথ মালিকানাধীন প্লটে গ্রুপ-ঋণ প্রদানে তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: নূরুল আলম তালুকদার স্বল্প সময়ে ঋণ মঞ্জুরি, গ্রহিতাদের দ্রুত সার্ভিস প্রদান, খেলাপি ঋণ আদায় বৃদ্ধি ও পরিশোধকৃত ঋণের হিসাব দ্রুত নিষ্পত্তি করে দলিলপত্র ফেরত প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি কর্পোরেশনকে একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া সহজীকরণ

কর্পোরেশনের গৃহঋণ-সেবা আরও সহজলভ্য ও দ্রুত করা হয়েছে। পূর্বে রিজিওনাল অফিস পর্যায়ে ঋণ-মঞ্জুরির ক্ষেত্রে জোনাল অফিসের সুপারিশ প্রয়োজন হতো। বর্তমানে মধ্যবর্তী জোনাল অফিসের মাধ্যম ছাড়াই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন অনুমোদিত বাড়ির নক্শার ভিত্তিতেও ঋণপ্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ জেলা ও উপজেলায় বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে ঋণের মঞ্জুরি প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। এরফলে কর্পোরেশনের ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের পরিমাণ বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১২-২০১৩' অর্থবছরকে আদায়বর্ষ ঘোষণা

বিগত অর্থবছরে কর্পোরেশনের ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এর ধারাবহিকতায় চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থবছরকে আদায়বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে ঋণ আদায়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আদায়ে নতুন মাইলফলক স্থাপনের লক্ষে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। সার্বিক সাফল্য অর্জনে প্রণোদনা ও উৎসাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। ফলে এ বছরের প্রথম দুই মাসে আদায় পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.৭৮% শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আদায় পুরস্কার নীতিমালা-২০১২ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ২০১১-২০১২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত ৬টি অফিসকে পুরস্কৃত করা হয়।

★ 'ক' ক্যাটাগরী ১ম - জোনাল অফিস, জোন-৩, ঢাকা
২য় - জোনাল অফিস, জোন- ২, ঢাকা

★ 'খ' ক্যাটাগরী ১ম - রিজিওনাল অফিস, কুষ্টিয়া
২য় - রিজিওনাল অফিস, যশোর

★ 'গ' ক্যাটাগরী ১ম - রিজিওনাল অফিস, বগুড়া
২য় - রিজিওনাল অফিস, দিনাজপুর

২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১৪৫ কোটি টাকার মুনাফা অর্জন

বিএইচবিএফসি ২০১১-২০১২ অর্থবছরে (প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী) ১৪৫ কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করেছে। বিগত অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১১২ কোটি টাকা। বিগত বছরের তুলনায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মুনাফা বৃদ্ধির হার ১৪.০২ শতাংশ।

বিএইচবিএফসি ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ৩৬৬ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরি ও প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। উক্ত অর্থবছরে কর্পোরেশনের ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৪৪৪ কোটি টাকা।

কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণের হার বিগত বছরের ১৫.৭০ শতাংশ থেকে কমে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১২.৯৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থবছর শেষে কর্পোরেশনের কোন প্রভিশন ঘাটতি নেই।

বিগত অর্থবছরে কর্পোরেশনের সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়বাবদ সর্বমোট ৯৪ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। উক্ত অর্থবছরে Corporate Tax বাবদ প্রায় ৪২.৫০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে।

ঋণ মঞ্জুরি ও আদায় লক্ষমাত্রা ঃ

কর্পোরেশন ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৪০০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরি এবং ৩৫০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

"নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে আপনার পরিবারের সদস্যদের ও অন্যকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ দিন"

শ্রীমঙ্গলে ক্যাম্প-অফিস উদ্বোধন

১২ জুলাই ২০১২ তারিখে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার রূপসীপুরে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন-এর একটি ক্যাম্প-অফিস উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চীফহুইপ উপাধ্যক্ষ জনাব মো: আব্দুস শহীদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় তিনি এলাকার ৪ জন ঋণ আবেদনকারীকে ঋণের মঞ্জুরিপত্র প্রদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপজেলা অডিটরিয়ামে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: নূরুল আলম তালুকদার মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিএইচবিএফসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মো: ইয়াছিন আলী, মৌলভীবাজারে জেলার অতিরিক্ত জেলা জেলাপ্রশাসক (সার্বিক) শেখ মতিয়ার রহমান উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান রণবীর কুমার দেব এবং কর্পোরেশনের সম্মানিত ঋণ গ্রহীতাবৃন্দ ।

চীফহুইপ শ্রীমঙ্গলে নতুন অফিস খোলার জন্য বিএইচবিএফসি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। বিএইচবিএফসি'র নতুন এই অফিস উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে ঐ এলাকার আবাসন সমস্যা সমাধানে নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা বাসস্থানের সুব্যবস্থাকরণ এবং আবাসন সমস্যা সমাধানে সরকারের পরিকল্পনামতে বিএইচবিএফসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। জাতির জনকের ধানমণ্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটিও বিএইচবিএফসি'র ঋণে নির্মিত হওয়ায় কর্পোরেশনের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি কর্পোরেশনের তহবিল বৃদ্ধিসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে তাঁর তরফ থেকে আন্তরিক সহযোগিতার বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন।

বিএইচবিএফসি'র চেয়ারম্যান গৃহায়ণ খাতে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব তুলে ধরে কর্পোরেশনের ঋণ-সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের সকলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্পোরেশনকে আধুনিক, গতিশীল ও কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। কর্পোরেশনকে তহবিল সরবরাহ করার জন্য তিনি সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

জাতীয় শোকদিবস পালন

১৫ই আগস্ট ২০১২-এ জাতীয় শোক দিবসে বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালিত হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন করে। এদিন প্রত্যুষে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: নূরুল আলম তালুকদারসহ কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে স্থাপিত তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অত:পর কর্পোরেশনের সদর দফতর প্রাঙ্গনে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা শেষে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়। কর্পোরেশনের সকল জোনাল ও রিজিওনাল অফিসেও এ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

" ঘর বসতি নিরবধি
সঙ্গে সাথী বিএইচবিএফসি
সহজ শর্তে পেতে ঋণ
হাউস বিল্ডিং-এ খোঁজ নিন"

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স

অফিসার (১ম ব্যাচ) ঃ

৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এর ট্রেনিং সেন্টারে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসারদের ১২দিনব্যাপী **"বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স"** এর উদ্বোধন করা হয়। কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো: ইয়াছিন আলী (ছবিতে মাঝে) প্রধান অতিথি এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: নূরুল আলম তালুকদার (ছবিতে বাম থেকে দ্বিতীয়) কোর্সের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আফরোজা গুল নাহার। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী। এছাড়া কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপকগণ, ট্রেনিং সেন্টার-এর প্রিন্সিপাল এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

ডাটাএন্ট্রি অপারেটর ঃ

বিগত ২২ জুলাই ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন-এর ট্রেনিং সেন্টার-এ নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ডাটাএন্ট্রি অপারেটরদের ৫ দিনব্যাপী **"বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স"** এর উদ্বোধন করা হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: নূরুল আলম তালুকদার কোর্সের উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আফরোজা গুল নাহার এবং কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ট্রেনিং সেন্টার-এর প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

অফিসার (২য় ব্যাচ) ঃ

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এর ট্রেনিং সেন্টারে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসারদের (২য় ব্যাচ) ১১ দিন ব্যাপী **"বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স"** এর উদ্বোধন করা হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আফরোজা গুল নাহার। এ সময় কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ট্রেনিং সেন্টার-এর প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দেশের আবাসন সমস্যা সমাধানে বি.এইচ.বি.এফসি অঙ্গীকারাবদ্ধ"

প্রশাসনিক কর্মকান্ড

কর্পোরেশনের প্রয়োজন অনুযায়ী বিগত ৩ (তিন) মাসে নতুন জনবল নিয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ ও দফতরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল পোস্টিং দেয়া হয়েছে। এ সময়ে মোট ২৩৮টি অফিস আদেশ জারীর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রদান ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পরিশোধ করা হয়েছে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১২ প্রান্তিকে ১৫ (পনের) টি নতুন পেনশন হিসাব নিষ্পত্তি করত: ১.৫০ কোটি টাকার আনুতোষিক পরিশোধ করা হয়েছে। একই সময়ে পেনশনারদের নিকট হতে কমপক্ষে ১.০০ কোটি টাকার গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের অর্থ আদায় করা হয়েছে। এ প্রান্তিকে কর্পোরেশনের কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে অবসরপ্রাপ্ত ও অসুস্থতাজনিত কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকূলে মোট ৪.৫৭ লক্ষ টাকার অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামো পূর্ণবিন্যাসসহ বিভিন্ন প্রকার নীতিমালা সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিজস্ব মটর ওয়ার্কসপ উদ্বোধন

২২ আগস্ট ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন-এর প্রধান কার্যালয়ে কর্পোরেশনের নিজস্ব মটর ওয়ার্কসপের উদ্বোধন করা হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: নূরুল আলম তালুকদার এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মিসেস আফরোজা গুল নাহার, মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) জনাব কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরীসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নিজস্ব ওয়ার্কসপ চালু হওয়ায় মটরযান মেরামত খাতে কর্পোরেশনের ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের উদ্যোগ একটি বিরল ঘটনা যা একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

কর্পোরেশনের স্টাফ কোয়ার্টারে গত ০১.০৯.২০১২ তারিখে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০১২ এর উদ্বোধন করা হয়। কর্পোরেশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মো: ইয়াছিন আলী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: নূরুল আলম তালুকদার এবং মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় কর্পোরেশনের স্টাফ কোয়ার্টার চত্বরে বিভিন্ন জাতের মোট ৬৮টি বৃক্ষের চারা রোপন করা হয়।

মহানগরী বহির্ভূত এলাকায় ঋণ সুবিধা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে

কর্পোরেশনের ঋণ কার্যক্রম এর সিংহভাগ-ই ঐতিহ্যগতভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে মূলতঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকায় কেন্দ্রীভূত ঋণ কার্যক্রম দেশের অন্যান্য এলাকায়ও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে তুলনামূলকভাবে কম উন্নত এলাকাসমূহের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী অধিক সংখ্যায় ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন।

বিগত ১০ (দশ) বছরের ঋণ কার্যক্রমের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর হ'তে 'অন্যান্য এলাকায়' যথাঃ জেলা শহর, উপজেলা ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রোথ-সেন্টারসমূহে ঋণ মঞ্জুরির পরিমাণ ও ঋণ কেইসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। দশ বছর পূর্বে ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকা বহির্ভূত 'অন্যান্য এলাকায়' মোট ঋণ মঞ্জুরি'র পরিমাণ ছিল ১০.১৭ কোটি টাকা এবং ঋণ কেইসের সংখ্যা ছিল ১৪৭ টি। উক্ত সালে কর্পোরেশনের সর্বমোট ঋণ মঞ্জুরি'র পরিমাণ ও ঋণ কেইস সংখ্যার বিপরীতে 'অন্যান্য এলাকায়' এর অংশ ছিল যথাক্রমে প্রায় ১২.২৭% ও ১৭.৯৭%। দশ বছর পর ২০১১-২০১২ অর্থবছর শেষে অন্যান্য এলাকায় ঋণ মঞ্জুরি'র পরিমাণ ও ঋণ কেইস এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৭৩.২৩ কোটি টাকায় এবং ৭৯৭-টিতে-যা কর্পোরেশনের সর্বমোট ঋণ মঞ্জুরি'র ও ঋণ কেইস সংখ্যার যথাক্রমে ৪৭.২৭% এবং ৫৩.৬%। তথ্য বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, বিগত ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরদ্বয়ে 'অন্যান্য এলাকায়' ঋণ প্রবাহ (পরিমাণগত ও সংখ্যাগতভাবে) সর্বোচ্চ স্তরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত দশ বছরের 'অন্যান্য এলাকায়' ঋণ মঞ্জুরি'র পরিমাণ ও ঋণ কেইস সংখ্যার পরিসংখ্যান ও রৈখিক চিত্র নিম্নরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

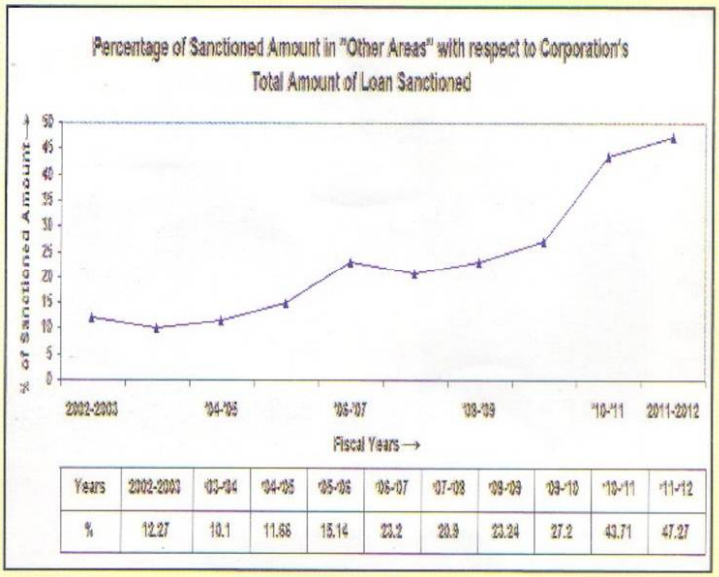

Years	2002-2003	'03-'04	'04-'05	'05-'06	'06-'07	'07-'08	'08-'09	'09-'10	'10-'11	'11-'12
%	12.27	10.1	11.66	15.14	23.2	20.9	23.24	27.2	43.71	47.27

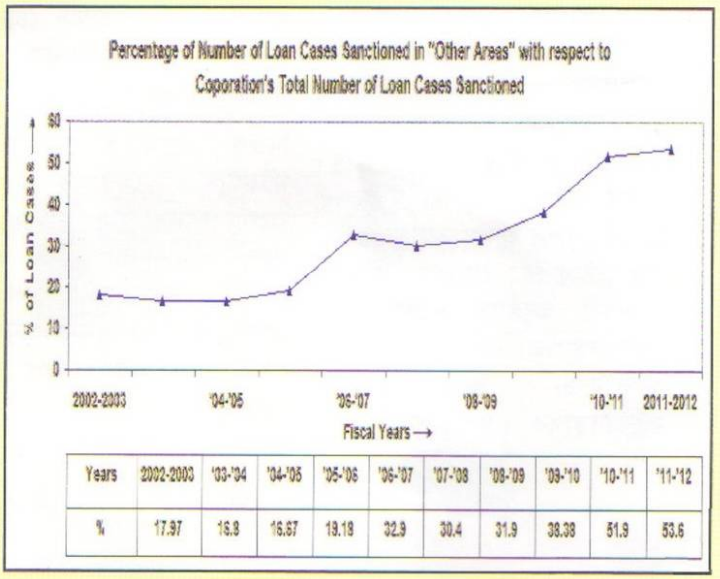

Years	2002-2003	'03-'04	'04-'05	'05-'06	'06-'07	'07-'08	'08-'09	'09-'10	'10-'11	'11-'12
%	17.97	16.8	16.67	19.19	32.9	30.4	31.9	38.38	51.9	53.6

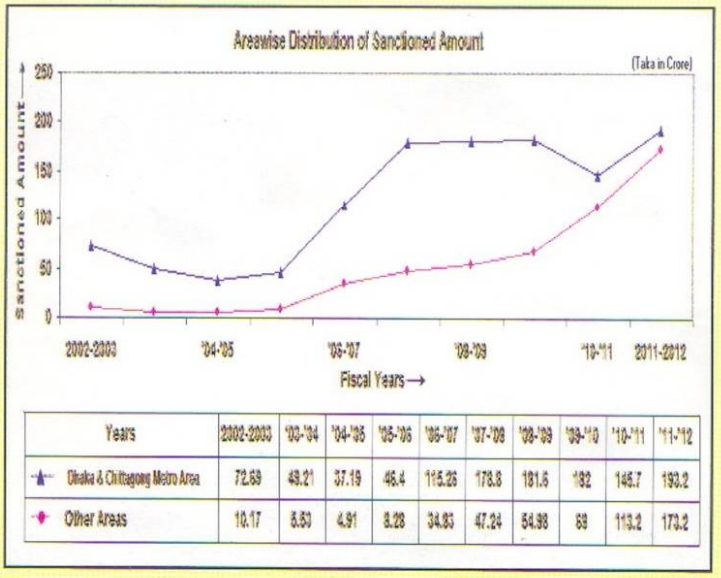

Years	2002-2003	'03-'04	'04-'05	'05-'06	'06-'07	'07-'08	'08-'09	'09-'10	'10-'11	'11-'12
Dhaka & Chittagong Metro Area	72.69	48.21	37.19	46.4	115.25	178.8	181.6	132	145.7	193.2
Other Areas	10.17	5.53	4.91	8.28	34.83	47.24	54.98	68	113.2	173.2

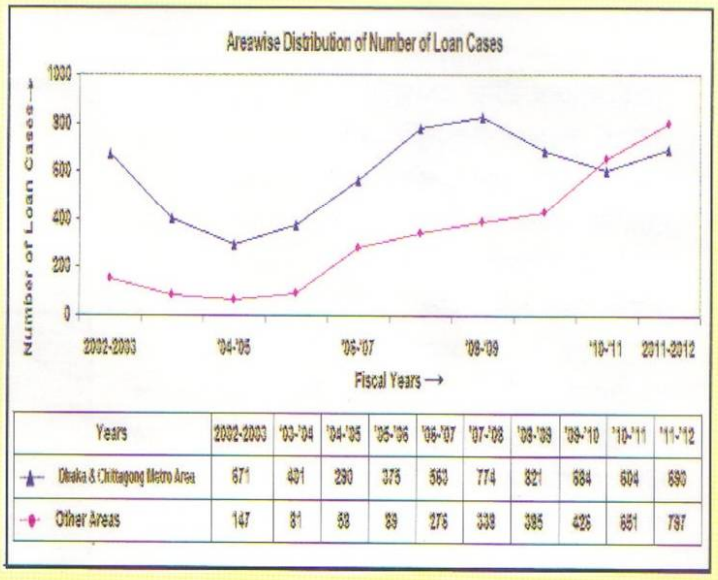

Years	2002-2003	'03-'04	'04-'05	'05-'06	'06-'07	'07-'08	'08-'09	'09-'10	'10-'11	'11-'12
Dhaka & Chittagong Metro Area	671	401	290	375	563	774	821	684	604	690
Other Areas	147	81	68	89	276	338	385	426	651	797

তুলনামূলকভাবে কম উন্নত এলাকাসমূহে তথা জেলা সদর, উপজেলা এবং গ্রোথ-সেন্টারসমূহে ঋণ কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও তীক্ষ্ম নজরদারীর ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে কর্পোরেশনের ঋণ মঞ্জুরির লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বমোট ৪০০.০০ কোটি টাকা; যার মধ্যে 'অন্যান্য এলাকার' পরিমাণ ১৯৭.০০ কোটি টাকা (মোট পরিমাণের ৪৯.২৫%)। সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত অন্যান্য এলাকার ২০১টি ঋণ কেইস এর বিপরীতে মোট ৪৪.৫১ কোটি টাকা মঞ্জুরি করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের নির্ধারিত লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।

লিফ্‌ট্ উদ্বোধন

১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এর সদর দফতর ভবনে স্থাপনকৃত নতুন একটি লিফ্‌ট্ উদ্বোধন করা হয়। কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মো: ইয়াছিন আলী এর উদ্বোধন করেন। এ সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো: নূরুল আলম তালুকদারসহ কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

"গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে বিএইচবিএফসি'র ঋণ সেবা নিন দেশের আবাদী জমি রক্ষা করুন"

শোক সংবাদ

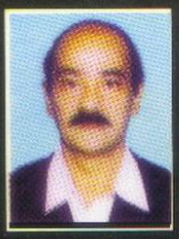

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও জনসংযোগ বিভাগে উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব সিদ্দিক আহমেদ গত ০৩.০৯.২০১২ খ্রি. তারিখ রোজ সোমবার রাত ১০.০০টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব আহমেদ ১ জানুয়ারী ১৯৫৬ সালে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার ভেঙ্গুলা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ২০.০৩.১৯৮৩ খ্রি. তারিখে আইন অফিসার হিসেবে কর্পোরেশনের চাকুরিতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সৎ, পরিশ্রমী ও সদালাপী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। তিনি স্ত্রী ও এক মেয়েসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাংখী রেখে গেছেন। বিএইচবিএফসি'র শোকগ্রস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জনাব সিদ্দিক আহমেদ এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। বিএইচবিএফসি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের পাবনা অফিসের রিজিওনাল ম্যানেজার (প্রিন্সিপাল অফিসার) জনাব মো. আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী গত ১৮.০৭.২০১২ খ্রি. তারিখ রোজ বুধবার সকাল ১০.০০ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম মো: আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারী কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার আজুয়ালারী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ০১.০৮.১৯৭৭ খ্রি. তারিখে কর্পোরেশনের চাকুরিতে যোগদান করেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়েসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাংখী রেখে গেছেন। বিএইচবিএফসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জনাব মো: আনোয়ারুল-ইসলাম চৌধুরী-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

জীবনের জন্য গৃহায়ণ

মো. বদিউজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রশাসন বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা

পরিকল্পনামাফিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ অর্জনের জন্য সততা ও নিষ্ঠার সাথে কোনকিছু করাটাই কাজ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সম্পাদিত কাজগুলো সঠিক ও টেকসই পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হয় না। আমাদের লক্ষ সুনিদিষ্ট নয় কিংবা লক্ষ অর্জনের জন্য টার্গেট-গ্রুপ নির্বাচনে থাকে কায়েমী স্বার্থ হাসিলের অসৎ উদ্দেশ্য। নিষ্ঠার বিষয়টি কোনমতে দায় এড়ানোর প্রয়াস অথবা সংকীর্ণ ব্যক্তি, দলীয় কিংবা আঞ্চলিক স্বার্থকেন্দ্রিক। যেই উৎকৃষ্ঠতম জাতীয় চেতনা বুকে নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল, দেশ ও জাতির কল্যাণে সেই চেতনার কোন প্রতিফলন নেই।

নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্রের মৌলিক করণীয় সম্পর্কে সংবিধানে সুনিদিষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া আছে। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা আছে। কিন্তু অর্পিত এ দায়িত্বকে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করার দীক্ষাটাই যেন আমাদের নেই। কর্তব্য পালনের এ দায়িত্বে আমরা যে যেখানে আছি তারা সবাই যেন দায়িত্বের ভারী বস্তুটিকে ক্ষমতার তাপ উৎপাদনের জ্বালানীতে পরিণত করেছি। আমাদের বিবেক যদি এখনো পুরোপুরি অচেতন হয়ে গিয়ে না থাকে, নাগরিকের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে সংশ্লিষ্টদের কৃতকর্মের একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন হওয়া দরকার।

খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সেবার প্রয়োজনটা ব্যক্তির জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে পূরণীয়। নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে এদেশের মানুষ বলতে গেলে নিজ সামর্থ্য, উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর যৎসামান্য সংস্থান করে নিয়েছে এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কিঞ্চিৎ। বক্ষমান অনুচ্ছেদে আলোচ্য চারটি মৌলিক চাহিদা পূরণে মানুষের স্ব-অর্জিত সক্ষমতা এবং এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া অঘটন না ঘটায় স্বস্তিবোধ এবং শোকর গুজার করার বিষয় আছে। পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে চারটিইতো অবলীলা বা দৈবক্রমে পূরণ হয়ে যাচ্ছে; তো শতকরা আশিভাগ done! ফলে খাও-দাও, ফুর্তি করো মেজাজে দায়িত্ব এড়ানোর ধারা অব্যাহত আছে। দায় এড়ানোর মানসিকতা হতে আমাদের বেড়িয়ে আসতে হবে। মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে বাসস্থানের বিষয়টিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পঞ্চম বা শেষ অবস্থানে ঠেলে দেয়া বা ফেলে রাখায় কোন বিপদের ঝুঁকি নাই। সুরক্ষিত বাসস্থানের দাবীতে পৃথিবীর কোথাও কোন বিপ্লব তো দূরের কথা কোনদিন একখন্ড মিছিলও হয়েছে কি না সন্দেহ। নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন, বন্যা বা পাহাড় ধ্বসে গৃহহারা মানুষ খয়রাতি সাহায্য হিসেবে দিয়াশলাই, মোমবাতি, শুকনা খাবার আর পুরোনো কিছু কাপড়-চোপড় পেলেই খুশি। মধ্যমেয়াদী ত্রাণ সহায়তা হিসেবে একবান টিন এবং ঘরের খুঁটি গাড়ার জন্য কয়েক খন্ড বাঁশ পেলেই তো সোনায় সোহাগা! শহরে পাড়ি জমানো গৃহ-দুর্গতরা জীবিকার জন্য যেকোন ধরনের একটি কাজের অতিরিক্ত হিসেবে ফুটপাথ, রেললাইনের অব্যবহৃত সরকারি খাস জমিতে কোনমতে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলেই সন্তুষ্ট; শোয়া-বসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়টা তারা আর রাষ্ট্রের উপর বর্তায় না। কিন্তু প্রত্যেকেরই যে একখন্ড নিরাপদ ও নিরিবিলি বাসস্থানের অধিকার আছে, রাষ্ট্রকে তা ভুলে গেলে চলবে না।

প্রতিবছর টর্নেডো, সাইক্লোন, বন্যা, পাহাড়ধ্বস এবং অস্বাস্থ্যকর বস্তির পরিবেশে বসবাসের কারণে কত মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করে তার সমন্বিত ও সঠিক পরিসংখ্যানও কী আমাদের জানা আছে? এসব পরিসংখ্যান বা তথ্য বাস্তবেই যদি প্রনীত হতো এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সিদ্ধান্ত প্রনয়ণকারী দু'একজন মানবতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিরও তা গোচরীভূত হতো, তাহলে দু'একটি মহতী উদ্যোগের দৃষ্টান্ত অন্তত: মিলত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তেমন কোনও দৃষ্টান্ত নাই। নদী ভাঙ্গন, টর্নেডো, সাইক্লোনে ঘরহারা মানুষের অনাদিকাল ধরে শহরের বস্তিবাসী হয়ে যাওয়াটাই নিয়তির অমোঘ বিধান; তাদের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কোন কিছু করার দৃষ্টান্ত নাই।

উপকূলীয় অঞ্চলে সাইক্লোন ও ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নামে বিচিত্র রকমের অপ্রতুল কিছুসংখ্যক স্থাপনার দৃষ্টান্ত আছে। ফি-বছর বন্যায় তলিয়ে যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ির মানুষ, তাদের গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগী, কুকুর-বিড়ালের এলাকার উঁচুস্থান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনায় মানবেতর জীবন যাপনের বিষয়টি যেন জাপিত জীবনের স্বীকৃত সংস্কৃতি। যুগ যুগ ধরে গৃহহীনদের জন্য সর্বমহলের নিষ্ক্রিয়তার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহ-দুগর্তদের জন্য এদেশে জাতীয় দুর্যোগকর পরিস্থিতি কিছুদিন পরপরই তৈরি হয়। এ পরিস্থিতি অতি ভয়াবহ এবং মানবিক বিপর্যয়কর হলেও যেকোন কারণে তা দুর্যোগের আখ্যা পায় না। পরিস্থিতি নিতান্ত নাজুক হলেও দুর্গতদের স্থায়ী পূণর্বাসনে লাগসই কর্মযজ্ঞ হিসেবে কোন পরিকল্পনা প্রকল্পভূক্ত হয় না।

দেশে ধনিক শ্রেনীর মানুষকে প্রাসাদ বানিয়ে দেয়ার জন্য অর্থ যোগানদাতার অভাব নাই। পেশাজীবী এবং মধ্যবিত্তদের আয়েশপূর্ণ আবাসনের জন্য সুযোগ ও সংস্থান ক্রমশ বাড়ছে। ধীরে ধীরে উচ্চ-মধ্যবিত্তদেরও এ সুযোগ ও সংস্থানের আওতায় আনার জন্য শুরু হয়েছে ভয়ংকর এক ব্যবসা। শহরকেন্দ্রিক আবাসন ব্যবসা ক্রমশঃ সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। আবাসন সংকটে দুর্গত একজন মানুষের জন্যও এ ব্যবসা কল্যাণ বয়ে আনছে না বরং আবাসন প্রকল্পগুলোর রাহুগ্রাসে সর্বস্ব হারিয়ে বিপুলসংখ্যক মানুষ নতুন করে দুর্গতদের দলে অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে।

ব্যক্তি-উদ্যোগ, ব্যবসা এবং বেসরকারী সাহায্যসংস্থার নামে পরিচিত এন.জি.ও দ্বারা এসব বিপন্ন মানুষের স্থায়ী-পুনর্বাসন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যা করার সরকারকেই করতে হবে। যেহেতু বিষয়টির সাথে বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত, তাই এখনই এ বিষয়ে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচক্ষণ ও কার্যকর মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সবার আগে আবাসিকভাবে দুর্গত মানুষ এবং প্রাকৃতিকভাবে দুর্গত আবাসিক এলাকা নির্বাচন করা দরকার।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক মন্ডলী ঃ **মোঃ আব্দুল কাদের মন্ডল,** সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পি টি পি আর), **আবু বকর সিদ্দিক খান,** প্রিন্সিপাল অফিসার (পর্ষদ সচিবালয়)
মো. বদিউজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার (প্রশাসন), **মোছাঃ জুবাইদা খাতুন,** প্রিন্সিপাল অফিসার (পি টি পি আর) সদর দফতর, ঢাকা।

প্রকাশনা ঃ **পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও জনসংযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন**
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net, Web : www.bhbfc.gov.bd